গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
সায়রাত-১ অধিশাখা
www.minland.gov.bd

স্মারক নম্বর-৩১.০০.০০০০.০০০.০৫০.৬৮.০০০১.২৬.৪৩

তারিখ: ০২ ফাল্গুন ১৪৩২ / ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিষয়: উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪৩৩-১৪৩৮ বঙ্গাব্দ মেয়াদে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন "টি.এস.কেস নম্বর-১০০ ভুক্ত বিলগমপাড়া, বিলকালিদহ, বিলমহিষাখালী ও বিল শাকনাই (বদ্ধ)" জলমহাল ইজারা প্রদান।

সূত্র : গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৮৯(উননব্বইি)তম সভার সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৮৯(উননব্বইশি)তম সভায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন **"টি.এস.কেস নম্বর-১০০ ভুক্ত বিলগমপাড়া, বিলকালিদহ, বিলমহিষাখালী ও বিল শাকনাই (বদ্ধ)"** জলমহাল ইজারার বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"(ক) কোনো মামলায় স্থগিতাদেশ বা নিষেধাজ্ঞা থাকলে তা প্রত্যাহার সাপেক্ষে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং সার্বিক বিবেচনায় পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন **"টি.এস.কেস নম্বর-১০০ ভুক্ত বিলগমপাড়া, বিলকালিদহ, বিলমহিষাখালী ও বিল শাকনাই (বদ্ধ)"** জলমহালটি সরকারি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে ১ম সর্বোচ্চ দর প্রস্তাবকারী (অনলাইনে আবেদন নম্বর ৩০৯৩০) বনকোলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. সুজানগর, পাবনা এর অনুকূলে ১ম ০৪ (চার) বছর (১৪৩৩-১৪৩৬ বঙ্গাব্দ) বার্ষিক ৪৫,০০,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা এবং পরবর্তী ০২(দুই) বছর (১৪৩৭-১৪৩৮ বঙ্গাব্দ) উক্ত অংকের উপর আরোও ২৫% বর্ধিত ইজারামূল্যে ১৪৩৩-১৪৩৮ বঙ্গাব্দ মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

(খ) জনাব মো: জুলফিকার আলী, সভাপতি, বনকোলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি:, সুজানগর, পাবনা কর্তৃক গত ১৭.১২.২০২৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত আবেদনটি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এবং গত ১০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ৩১.০০.০০০০.০৫০.৫৯.০০২.২১.১২১ নং স্মারকের পরিপত্র অনুযায়ী বিবেচনা করার আইনগত সুযোগ না থাকায় না-মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।"

২। গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

৩। ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনকালে নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে উল্লেখপূর্বক ইজারা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(ক) জেলা প্রশাসকগণকে তাদের প্রতিবেদনে জলমহালের যে সরকারি ইজারা মূল্য উল্লেখ করেছেন, তা পুন:যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে;

(খ) কোনো মামলায় কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকলে গৃহীত ইজারা প্রদানেরর সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না;

(গ) চুক্তিপত্র সম্পাদন বা দখল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ইজারার বছরের কোনো সময় অতিক্রান্ত হলে ঐ সময় অতিক্রান্তের কারণে ইজারামূল্য সমন্বয় বা মেয়াদ বর্ধিত করার জন্য পরবর্তীতে কোনো আবেদন করবে না মর্মে জেলা প্রশাসকের সাথে ইজারা গ্রহীতার চুক্তিনামা স্বাক্ষর করতে হবে এবং পৃথকভাবে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। চুক্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে মেয়াদ, বঙ্গাব্দ অনুযায়ী সন, মাস ও তারিখ উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ প্রযোজ্য হবে;

(ঘ) সর্বক্ষেত্রে অনুমোদিত ইজারা মূল্যের উপর প্রযোজ্য আয়কর ও ভ্যাট আবশ্যিকভাবে আদায়পূর্বক সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিতে হবে;

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা প্রাপ্তির আবেদনের সাথে দাখিলকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রেরণ করে যাচাইপূর্বক উহার সঠিকতা নিশ্চিতকরতঃ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;

(চ) জেলা প্রশাসকগণ জাল বা Fake ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার প্রদানকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ফৌজদারী মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(ছ) উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য এ সভায় অনুমোদিত এবং পূর্বে ইজারাকৃত জলমহালসমূহের উন্নয়ন কাজ দাখিলকৃত প্রকল্প ছক মোতাবেক হচ্ছে কী না তা জেলা প্রশাসক নিয়মিত তদারকি করবেন এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯এর ৭(৮) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন;

(জ) ইজারাকৃত জলমহালটি জনসাধারণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না;

(ঝ) প্রাকৃতিকভাবে মাছের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি জলমহালের একটি নির্দিষ্ট স্থানকে নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে সারা বছর পানি থাকে ও মা মাছ নির্বিঘ্নে ডিম ছাড়তে পারে এবং কোন অবস্থাতেই ঐ নির্দিষ্ট স্থানে মাছ ধরার জন্য জাল টানা যাবে না। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইজারাগ্রহীতাগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে জলমহালে মাছের পোনা অবমুক্ত করতে পারবে।

(ঞ) উন্নয়ন প্রকল্পে দাখিলকৃত সকল উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়মিত মনিটর করবেন;

(ট) উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারাগ্রহীতা সমিতি প্রাপ্ত জলমহাল সাব-লীজ দিতে পারবে না;

(ঠ) জলমহাল ইজারার পর যাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয় সে দিকে বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে; এবং

(ণ) কোনো বিষয় আরো অধিক স্পষ্টিকরণের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসক বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়ের গোচরে আনবেন।

স্বাক্ষরিত

মোঃ রুহুল আমীন
উপসচিব
ফোন+৮৮-০২-৫৫১০১২৩১
e-mail: sairat1@minland.gov.bd

জেলা প্রশাসক
পাবনা।

স্মারক নম্বর-৩১.০০.০০০০.০০০.০৫০.৬৮.০০০১.২৬.৪৩/১(৯)

তারিখ: ০২ ফাল্গুন ১৪৩২ / ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী।
২. যুগ্মসচিব (সায়রাত অনুবিভাগ), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)।
৪. সিস্টেম এনালিষ্ট, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সভাপতি/সম্পাদক, বনকোলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. সুজানগর, পাবনা।
৮. সভাপতি/সম্পাদক, হাটখালী স্বরপুটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি., সুজানগর, পাবনা।
৯. অফিস কপি/মাষ্টার কপি।

মোঃ রুহুল আমীন
উপসচিব